ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 049 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪৯ ● কলকাতা ● ০৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হেদিয়ায় সম্পত্তি বিতর্কে চাঞ্চল্য

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হলফনামা ঘিরে প্রশ্ন, ডিএনএ পরীক্ষার দাবিতে সরব পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হেদিয়া গ্রামে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ ফের নতুন মোড় নিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল হওয়া একটি বিবাহ-সংক্রান্ত হলফনামাকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। পরিবারের একাংশের দাবি, হলফনামায় উল্লেখিত তথ্য বাস্তবসম্মত নয় এবং তা সম্পত্তি দখলের স্বার্থে পরিকল্পিতভাবে পেশ করা হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সদানন্দ সরদারের পৈতৃক সম্পত্তি তিন পুত্র—নন্তু সরদার, রতন সরদার ও রজনী সরদারের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হওয়ার কথা ছিল। ১৯৯৮ সালের কেবি রেকর্ড অনুযায়ী প্রত্যেকের নামে ১০ কাঠা করে জমি নথিভুক্ত রয়েছে বলে দাবি। সংশ্লিষ্ট মৌজার জে.এল. নম্বর ৭৬ ও খতিয়ান নম্বর ৪৮০-তেও সদানন্দ সরদারের নাম রয়েছে বলে অভিযোগকারী পক্ষের বক্তব্য।

অভিযোগ, নন্তু সরদারের অংশভুক্ত প্রায় ১০ কাঠা জমি বর্তমানে জবরদখলে রয়েছে। এই দখল প্রক্রিয়ায় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ উঠেছে। ভৈরব মন্ডল ও তাঁর পরিবারের নামও সামনে এসেছে। পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিযোগকারীরা।

এদিকে বাসন্তী সরদার নামে এক মহিলার ভোটার তালিকাভুক্তি নিয়েও নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগকারী পক্ষের দাবি, পুরনো ভোটার তালিকায় নাম না থাকলেও সম্প্রতি অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিযোগ সামনে এনেছেন পরিবারের সদস্যরা—তাঁদের দাবি, রজনী সরদার আদৌ সদানন্দ সরদারের জৈবিক পুত্র নন। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণ করার দাবি উঠেছে। পরিবারের বক্তব্য, সদানন্দ সরদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্তু সরদার জীবিত অবস্থায় একাধিকবার এই বিষয়ে পরিবারকে অবহিত করেছিলেন।

অভিযোগ আরও গুরুতর—নন্তু সরদারের পুত্র লালু সরদার ও তাঁর নাতি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য ও নথি তৈরি করা হচ্ছে। এমনকি 'কোড এফিডেভিট'-এর মাধ্যমে জ্যাঠামশাই দুখিরাম সরদারের বিয়ে সংক্রান্ত ভুয়ো তথ্য আদালতে পেশ করা হয়েছে বলেও দাবি।

তবে অভিযুক্ত পক্ষ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি সম্পূর্ণ পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিরোধ এবং আদালতের মাধ্যমেই তার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, আদালতে দাখিল হলফনামায় ভুয়ো তথ্য প্রমাণিত হলে তা ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। একই সঙ্গে জোরপূর্বক জমি দখল, নথি জালিয়াতি কিংবা পরিচয় সংক্রান্ত প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

হেদিয়ার পরিস্থিতি বর্তমানে সংবেদনশীল। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন। দ্রুত ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

পর্ব 208

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

"ঐ পাখী এক অভিজ্ঞ পাখী। সে ঐ স্থানে যেতে মানা করছে, যেখানে এইসব পাখী কাল গিয়েছিল। সেখানে কাল তাদের অনেক দানা খেতে মিলেছিল আর সেইজন্যে সব পাখীরা আবার সেই জায়গাতেই যাওয়ার কথা বলছে।

ক্রমশঃ

SIR-এ ২৭ লক্ষ ভোটারের নথি ফের যাচাইয়ের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

SIR-শুনানি শেষ। আগামী ২৮ তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে। তাতে বাদ যাবে কত নাম ? এনিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শোনা যাচ্ছে, ২৭ লক্ষের নথি ফের যাচাই করতে বলেছেন পর্যবেক্ষকরা। এমনই খবর সূত্রের। 'আরও ৫০ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য এখনও ERO-দের হাতে। কমিশনের চাওয়া তথ্য না আসায় অমীমাংসিত ৫০ লক্ষের ভাগ্য।অন্যদিকে, বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনও ভোটারের নথি আপলোড না হয়ে থাকে, তবে তাঁর বাড়িতে BLO পাঠিয়ে ৬ ফর্ম পূরণ করাবে কমিশন। ১৪ ফেব্রুয়ারি SIR শুনানি শেষ হয়ে গেছে। নথি আপলোডও বন্ধ হয়ে গেছে ওইদিনই। এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন অনেকেই। এর আগে সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বুঝিয়ে, প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে দেন, কমিশন প্রয়োজন মনে করলে ERO বা AERO-দের বদল করতে পারবে। এই প্রেক্ষাপটে, কমিশন সূত্রে দাবি, গাফিলতির অভিযোগে এবার ERO, AERO-দের একাংশকে শো-কজ করতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের C E O মনোজকুমার আগরওয়াল। ERO, AERO-দের ভুলে আপলোড হয়নি ১ লক্ষ ১৪ হাজারের নথি।' খবর সূত্রের। এই লক্ষাধিক ভোটারের ৬০%ই অবৈধ বলে মনে করছে কমিশন। সূত্রের আরও খবর, গাফিলতির জন্য ERO, AERO-দের শোকজ করতে চলেছেন CEO। বৈধ হয়েও নথি আপলোড না হলে বাড়িতে BLO পাঠাবে কমিশন। বাড়িতে BLO পাঠিয়ে ফর্ম-৬ পূরণ করানো হবে বলে খবর সূত্রের। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে রোল অবর্জাভার, মাইক্রো-অবজার্ভাররা সমস্ত নথি চেক করছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি স্ক্রুটিনির শেষ দিন। শুনানি শেষ হয়ে গেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এখন প্রশ্ন হল, মোট কত সংখ্যক নাম বাদ যাবে চূড়ান্ত তালিকা থেকে ? নির্বাচন কমিশন সূত্রে দাবি, ২৭ লক্ষ ভোটারের নথি ফের যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন কমিশন নিযুক্ত পর্যবেক্ষকরা। অন্যদিকে, এখনও ৫০ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য ERO-দের হাতে। তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে, না থাকবে না? তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। কমিশন সূত্রে দাবি, ERO, AERO-দের ভুলের জন্য ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৭২জন ভোটারের নথি আপলোড করা হয়নি। কমিশন নিশ্চিত, এদের মধ্যে ৬০ শতাংশ অবৈধ ভোটার। কিন্তু বাকি ৪০ শতাংশ ?

বসিরহাটে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাজির সিবিআই আধিকারিকরা, কী কারণে তল্লাশি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বসিরহাট : বসিরহাটের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী অভিজিৎ ঘোষের বাড়িতে সিবিআই হানা। বৃহস্পতিবার বসিরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবসায়ীর বাড়িতে আচমকাই হাজির হন সিবিআই আধিকারিকরা। এলাকায় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী বলে পরিচিত অভিজিৎ ঘোষ। কলকাতার বড়বাজারে পার্টসের দোকান রয়েছে।সিবিআই আধিকারিকরা কলকাতায় একাধিক বাড়ি ও বসিরহাটে বিলাসবহুল বাড়ি সহ সমস্ত অর্থনৈতিক লেনদেন খতিয়ে দেখতে চাইছে। কোথা থেকে হয়েছে সেটাও তদন্তকারীরা জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে দিল্লিতে তার নামের সঙ্গে থাকা সমস্ত নথিপত্র তদন্তকারীরা এর আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। সূত্রের খবর, আগে থেকেই তিনি সিবিআইয়ের নজরে ছিলেন। তারসঙ্গে সীমান্তের কোনও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী যুক্ত রয়েছেন কিনা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী অফিসাররা। কোথায় কোথায় আর্থিক লেনদেন হয়েছে, কার সঙ্গে লেনদেন হয়েছে, সব বিষয়ে নথিপত্র দেখেছেন সিবিআই আধিকারিকরা।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে সিবিআই ৪ জন আধিকারিক ব্যবসায়ী অভিজিৎ ঘোষের বাড়িতে আসেন। বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রেখে

এরপর ৩ পাতায়

SIR: দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি করুন, জেলাশাসকদের নির্দেশ কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জেলাশাসকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন জেলায় এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে যে আপত্তি ও অভিযোগ জমা পড়ছে, সেগুলি আর ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখে নিষ্পত্তি করতে হবে।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশ

পাঠিয়ে কমিশন এসআইআর-এর কাজ করাচ্ছে-এই অভিযোগ সামনে আনেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগের সমর্থনে তিনি সমাজমাধ্যমে একটি

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

SIR: দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি করুন, জেলাশাসকদের নির্দেশ কমিশনের

হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট প্রকাশ করেন। ওই চ্যাটে কমিশনে নিযুক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ কলকাতার রোল অবজার্ভার মুরুগানের নাম উঠে আসে। কমিশনের তরফে অবিলম্বে রোল অবজার্ভার মুরুগানের কাছে তাঁর ভূমিকা ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার ব্যাখ্যা তলব করা হয়।সূত্রের খবর, বহু ক্ষেত্রে আপত্তি উঠছে মাইক্রো রোল অবজার্ভারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে। আবার কোথাও কোথাও ইআরও (ERO) ও এআরও (AERO)-দের জমা দেওয়া নথি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কমিশন স্পষ্ট করেছে, কোন নথি গ্রহণযোগ্য হবে এবং কোন নথি গ্রহণ করা যাবে না-সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইআরও ও এআরও-দের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে হবে। অভিযোগ গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এসআইআর-এর আওতায় কোনও আবেদন বা আপত্তি যদি গ্রহণ না করা হয়, তা হলে কেন তা গ্রহণযোগ্য নয়-তার বিস্তারিত কারণ লিখিত আকারে জানাতে হবে। এই ব্যাখ্যা সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যাতে পরবর্তীতে অভিযোগকারী বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ সেই সিদ্ধান্ত বুঝতে পারে এবং স্বচ্ছতা বজায় থাকে। নির্বাচন কমিশনের মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসআইআর সংক্রান্ত বিভ্রান্তি কমবে এবং প্রশাসনিক স্তরে দায়বদ্ধতা বাড়বে। দ্রুত ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ আরও সহজ হবে বলেই আশা করছে কমিশন।

অন্যদিকে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, মাইক্রো অবজার্ভারদের কাজ শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট ইআরও (ERO)। অর্থাৎ, চিহ্নিত স্ট্যাচুটরি অথরিটিকে সহায়তা করা ছাড়া তাঁদের কোনও সিদ্ধান্তমূলক ক্ষমতা নেই।তবুও গত বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ কার্যত মানা হচ্ছে না। অভিযোগের সমর্থনে তিনি নির্বাচন কমিশনের অন্দরে একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট প্রকাশ্যে আনেন। যদিও ওই চ্যাটের সত্যতা যাচাই করেনি এই মুহূর্তে। ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসে কমিশন এবং বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা বাড়ায়।

(২ পাতার পর)

বসিরহাটে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাজির সিবিআই আধিকারিকরা, কী কারণে তল্লাশি?

ভিতরে চলে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। তল্লাশির সময়ে বাড়িতে ছিলেন না ওই ব্যবসায়ী। সেই কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, কলকাতায় একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে ওই ব্যবসায়ীর। বড়বাজারে তাঁর একটি পার্টর্সের দোকান রয়েছে। সেই দোকানের আড়ালে অন্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ব্যবসার সঙ্গে বিপুল লেনদেন জড়িত রয়েছে। সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় এদিন।

বেলডাঙার ঘটনায় এখনও মেলেনি কেস ডায়েরি! মুর্শিদাবাদ পুলিশকে ইমেল এনআইএ'র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কেস ডায়েরি হাতে পেল না এনআইএ। এমনকী এই বিষয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে মুর্শিদাবাদ পুলিশকে ইমেলও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এরপরেও কেস ডায়েরি হস্তান্তরের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলেও অভিযোগ।

যদিও মামলার শুনানিতে রাজ্যের দাবি মেনে এনআইএ তদন্তে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। তবে আদালত নির্দেশে জানিয়েছে, তদন্ত চলাকালীন ইউএপিএ প্রয়োগের প্রাথমিক ভিত্তি আছে কি না তা জানিয়ে সিল করা খামে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে রিপোর্ট জমা দেবে এনআইএ। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ

এরপর ৬ পাতায়

তৃণমূল নেতাকে "খুনের" জন্য সুপারি দিয়েছেন TMC বিধায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: তৃণমূল নেতাকে খুনের জন্য সুপারি দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক? ভাঙড় তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ বলেন, আমি পথের কাঁটা হওয়ার জন্য আমাকে সরাতে চাইছে। কমপ্লেন করেছি, সওকত মোল্লার নামে। ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক ও ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ।কাইজার আহমেদ, ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা, পুলিশ প্রশাসনের কোনও ভূমিকা নেই, দলেরও কোনও ভূমিকা নেই। এতে মমতা ব্যানার্জির কিছু যায় আসে না। মারছে কে মুসলিম, মরছে কে মুসলিম? তাতে একটা-আধটা মরলে ওনার কিছু যায় আসে না। আমাদের যখন প্রয়োজন ছিল ব্যবহার করেছে। দলেরই বিধায়কের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতার অভিযোগ ঘিরে চড়তে শুরু করেছে রাজনৈতিক তরজার পারদ।বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, সওকত খুন করতে চায় কাইজারকে। কাইজার খুন করতে চায় সওকতকে। এরা দু'জনেই খুনি। আরাবুল বলুন, কাইজার বলুন, সওকত বলুন, যে যখন বিপদে পড়ে সে তখন কাঁদতে থাকে। এর আগেও একাধিকবার সওকত মোল্লার সঙ্গে কাইজার আহমেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সাক্ষী থেকেছে ভাঙড়।এমনকী কাইজার আহমেদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে সওকত মোল্লার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। খুন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে, নিজেরই দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে FIR

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভোটের আগেই নগদ টাকা দেওয়ার স্কিম কেন? বড় প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট

রাজ্য সরকার বা কোনও রাজনৈতিক দলের দান-খয়রাতির রাজনীতি নিয়ে আগেও প্রশ্ন উঠেছে আদালতে। আর এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের মুখে সেই দান-খয়রাতি নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। কেন ভোটের আগে নগদ টাকা দেওয়ার স্কিম চালু করা হয়, সেই প্রশ্ন তুলল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।কে বিল দিতে পারে আর কে পারে না, তার বিভেদ কে করবে?" সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি সময়ে এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছে, যার কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবসাথী স্কিম ঘোষণা করেছে, যেখানে বেকারভাতা হিসেবে নগদ টাকা দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকার অঙ্কও বাড়ানো হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, মধ্য প্রদেশ, ছত্তিসগড় সহ একাধিক রাজ্যেই এভাবে ভোটের আগে দান-খয়রাতির ঘোষণা করতে দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র এই প্রসঙ্গে বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে, তা একেবারে সঠিক কথা। ভারতে যে সম্পদ আছে, তা সবার কাছে পৌঁছে গেলে মানুষের কষ্ট থাকত না। কিন্তু রাজনৈতিক জাঁতাকলে সেটা হয় না। টাকা দেওয়া ভাল, কিন্তু কতদিন পর্যন্ত দেওয়া হবে। কাজের বিনিময়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে না।"লিমিটেডের তরফে একটি মামলা করা হয়েছে। সেই মামলার শুনানিতেই এদিন বিনামূল্যের রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলেছে যে, "সম্প্রতি কিছু কিছু রাজ্যে কী ঘটেছে, তা আমাদের জানা আছে। ভোটের আগে হঠাৎ উন্নয়নের স্কিম ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে যদি সরাসরি নগদ টাকার স্কিম ঘোষণা করা হয়, তাহলে কি মানুষ আর কাজ করতে চাইবে?" সিনিয়র অ্যাডভোকেট গোপাল সুব্রহ্মণ্যর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, "কখনও কখনও আমরা সত্যিই বিরক্ত হই। দেশ জুড়ে এটা ধরনের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে?

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেইশতম পর্ব)

দিতে নিতে। মায়ের তখন এত অসুখ যে দর্শন একেবারে বন্ধ। এই যুবক নিচে বসে রইলেন। তাঁকে দোতলায় যেতে দেওয়া হল না। মা কিন্তু কিভাবে জেনে গেলেন যে, এই যুবকটি নিচে তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি তখন একজনকে বললেন তাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে আসতে। মা তাকে দীক্ষা দিয়ে নিচে পাঠালেন। স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করলেন 'মায়ের যদি এক পারসী শিষ্য করার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে আমার আর কি বলার আছে?' এই পারসী যুবকটি আর কেউ না, চিত্র

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

তৃণমূল নেতাকে "খুনের" জন্য সুপারি দিয়েছেন TMC বিধায়ক

দায়েরের আবেদন জানিয়ে ভাঙড় থানায় ই-মেল করেছেন কাইজার আহমেদ।

ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদ বলেন, গত ২ দিন আগে আবার ৩ জনের একটা টিমকে নিয়ে এসেছে ঘাটাল থেকে, কোটি কোটি টাকার কনট্রাক্ট করে।একটা লোক ভয় পাচ্ছে, কাইজার আতঙ্কে ভুগছে।ভাঙড়ের মাটিতে যাতে তোলাবাজি, রাহাজানি, খুন নানা কিছু করতে পারে। আমি পথের কাঁটা হওয়ার জন্য আমাকে সরাতে চাইছে। যদিও কাইজার আহমেদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা তাঁকেই আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা। ক্যানিং পূর্ব ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক ও তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা বলেন, ওকে (কাইজার আহমেদ) কেন কেউ খুন করতে যাবে? যেকোনও ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীর ইমেজ নষ্ট করো, এটাই হচ্ছে এর মূল কাজ। আসলে এরা হচ্ছে এক ধরনের জমি মাফিয়া। ঘটকপুকুর থেকে চণ্ডীপুরের ওদিক থেকে যত জমি আছে, এই কাইজার আর কাইজারের বাবা সমস্ত প্রোমোটিং করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা সামনে রেখে। 'দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেছেন কাইজার আহমেদ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দক্ষিণ হাতে বজ্র পরশু ও শর আর বাম হাতে পাশ পর্ণপিচ্ছিকা ও ধনু। ইনিও প্রাচীন, তবে আসলে বনদেবতা এবং উপদেবতা।

তারার সঙ্গে একীভূত করে এঁকে 'আর্য' বলা হয়েছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ নেতাদের প্লেনারি সেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ নেতাদের প্লেনারি সেশনে করা নিজের মন্তব্য ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিট-এ অংশগ্রহণকারীদের আরও একবার স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, এই সামিট মানবকেন্দ্রিক এবং সংবেদনশীল বিশ্ব এআই পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন যে, ইতিহাস দেখিয়েছে মানবসমাজ সবসময় অসুবিধাকে সুযোগে পরিণত করেছে এবং আজ এমনই এক মুহূর্ত উপস্থিত অসুবিধাকে মানব সমাজে সর্বোত্তম সুযোগে রূপান্তর করার।

শ্রী মোদী ভগবান বুদ্ধের বাণী "সঠিক কাজ আসে সঠিক বোঝাপড়া থেকে" উদ্ধৃত করেন। জোর দেন একটি পথচিত্র তৈরি করার গুরুত্বের ওপর যা এআই-এর ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করবে সময়মতো, সদুদ্দেশ্যমূলক, সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিশ্বে কোভিড অতিমারির সময় বিশ্ব দেখেছে যে যদি সব দেশ একজোট হয়, তাহলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। তিনি বলেন যে, সহযোগিতায় আসে সমাধান- টিকা প্রস্তুত থেকে সরবরাহ শৃঙ্খল, তথ্য আদান-প্রদান থেকে জীবন রক্ষা। তিনি বলেন যে, ভারত দেখেছে কীভাবে প্রযুক্তি মানবসমাজের সেবা করে। তিনি এই সূত্রে ডিজিটাল ভ্যাকসিনেশন প্ল্যাটফর্মের উদাহরণ দেন যা ঠিক সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে টিকা দিতে সাহায্য করেছে। শ্রী মোদী বলেন, ইউপিআই অত্যন্ত কঠিক পরিস্থিতিতেও সুষ্ঠুভাবে অনলাইন লেনদেন নিশ্চিত করেছে এবং

ডিজিটাল ফারাক কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তিনি বলেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত একটি প্রাণবন্ত ডিজিটাল জনপরিকাঠামো গড়ে তুলেছে এবং তা ভাগ করে নিচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে কারণ ভারতের কাছে প্রযুক্তি ক্ষমতার মাধ্যম নয়, সেবার মাধ্যম, অপরের ওপর প্রভুত্ব করা নয়, ক্ষমতায়ন করা। তিনি বলেন, এআই-কে এই পথ অনুসরণ করা উচিত মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করতে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতে প্রযুক্তি ভেদাভেদ গড়ে তুলতো, এআই-কে এখন হতে হবে সহজপ্রাপ্য এবং সকলের নাগালের মধ্যে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এআই-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় গ্লোবাল সাউথের প্রত্যাশা এবং অগ্রাধিকারকে স্থান দিতে হবে এআই গভর্ন্যান্সের কেন্দ্রস্থলে।

শ্রী মোদী বলেন, মানবসমাজের অগ্রগতির কেন্দ্রে সবসময় আছে নৈতিকতা। কিন্তু এআই-তে অনৈতিক আচরণের সুযোগ সীমিত। তিনি বলেন, এআই-এর জন্য নৈতিকতার বিধি অসীম হওয়া উচিত। তিনি জানান, এআই কোম্পানীগুলির দায়িত্ব শুধুমাত্র মুনাফার দিকে নজর দেওয়া নয়, বরং উদ্দেশ্যের ওপর নজর দেওয়া উচিত। এবং এরজন্য একটি শক্তিশালী, নৈতিক দায়বদ্ধতার ওপর জোর দেন তিনি। তিনি আরও বলেন ব্যক্তিগত স্তরে এআই ইতিমধ্যেই মানুষের শিক্ষা, বুদ্ধি এবং অনুভূতির ওপর প্রভাব ফেলছে।

নীতিগত এআই ব্যবহারের জন্য প্রধানমন্ত্রী ৩টি পরামর্শ দেন:

এআই প্রশিক্ষণকে সম্মান দিতে হবে তথ্য সার্বভৌমত্বকে এবং তার ভিত্তি হওয়া উচিত বিশ্বস্ত আন্তর্জাতিক তথ্য কাঠামো। তিনি 'গার্বেজ ইন, গার্বেজ আউট'-এর নীতিটি তুলে ধরে বলেন, যদি তথ্য সুরক্ষিত, ভারসাম্যযুক্ত এবং বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে তার ফল কখনও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

এআই প্ল্যাটফর্মগুলিকে তাদের সুরক্ষাবিধিগুলিকে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ রাখতেই হবে। তিনি 'ব্ল্যাক বক্স'-এর পরিবর্তে 'গ্লাস বক্স' পন্থা নেওয়ার আহ্বান জানান যেখানে সুরক্ষা বিধিগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় এবং মিলিয়ে নেওয়া যায়। তিনি বলেন, এতে দায়িত্ব সুনিশ্চিত হবে এবং ব্যবসায় নৈতিক আচরণ শক্তিশালী হবে।

এরপর ৬ পাতায়

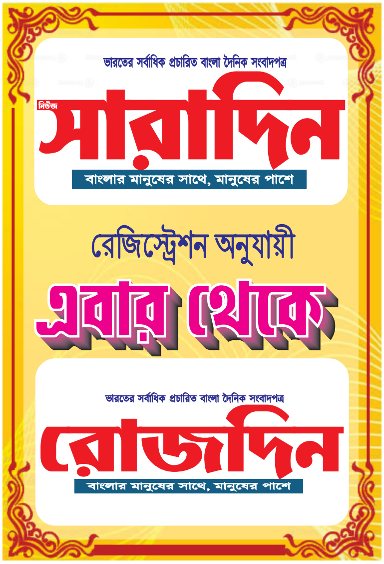

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ভারতের যুব শক্তি ভবিষ্যৎ-এর প্রয়োজনে প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা নির্মাণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মূল বিষয়বস্তু

ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে। দেশের ৬৫ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা ৩৫ বছরের নিচে। ডিজিটাল ও উদ্ভাবন কৌশলের কেন্দ্রে রয়েছে যুবসমাজ।

বিদ্যালয়, কারিগরি মাধ্যম, উন্নত গবেষণায় ফেলোশিপ প্রদান ও শিল্প অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা উন্নয়ন দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ইন্ডিয়াএআই মিশনের আওতায় সাশ্রয়ী পরিকাঠামো ও নীতিগত সহায়তায় কম্পিউটিং ক্ষমতা ও তথ্যের প্রবেশাধিকার মহানগরের বাইরে বিস্তৃত হয়েছে।

যুব নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবন পরীক্ষামূলক পর্যায় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক প্রভাবের দিকে এগোচ্ছে। দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবহারে ভারত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে উঠে আসছে।

ভূমিকা

এবছর ১৬ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়া–এআই ইমপ্যাক্ট সামিট শুরু হয়েছে। দেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাত্রার কেন্দ্রে যুবসমাজকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান ও জীবিকায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম যুব জনসংখ্যার দেশ। পয়তিরিশ বছরের নিচে ৬৫ শতাংশের বেশি নাগরিক রয়েছে। এই জনশক্তি অর্থনৈতিক গতিশীলতার প্রধান ভিত্তি। শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থানে সংযোগ শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও শিল্পের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকক্ষ থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর কর্মজীবনে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

সামিটে উদ্ভাবন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, স্টার্টআপ উপস্থাপনা ও সরাসরি সমাধান প্রদর্শনের মাধ্যমে যুব উদ্ভাবকেরা সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। দক্ষতা ও বাজারের প্রয়োজনের মধ্যে সংযোগ তৈরি হয়েছে। অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং ও কমিকস ক্ষেত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০ লাখ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। যুবশ্রেণীর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যাগত সুবিধাকে কৌশলগত সম্পদে রূপান্তর করা হচ্ছে।

ভারতের প্রতিভা ভাণ্ডারের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি সুযোগ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির পথ প্রসারিত হয়েছে। যুব দক্ষতা ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে প্রযুক্তিকে কার্যকর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতার চাহিদা বৃদ্ধি

দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। ২০২৩-এর

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

বেলডাঙার ঘটনায় এখনও মেলেনি কেস ডায়েরি! মুর্শিদাবাদ পুলিশকে ইমেল এনআইএ'র

সেই রিপোর্ট স্বাধীনভাবে বিবেচনা করবে এবং রাজ্য সরকারের আবেদন শুনবে বলেও নির্দেশে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই অবস্থায় কেস ডায়েরি হাতে পাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে। বিশেষ করে অভিযুক্তদের আদালতে তোলার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা নিয়ে গত শুনানিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারক। এমনকী ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেস ডায়েরি এনআইএকে হস্তান্তরের নির্দেশও দেন বিচারক।শুধু তাই নয়, ইমেলের জবাবও দেওয়া হয়নি বলে দাবি। যদিও তদন্তকারী সংস্থার দাবি, আদালত আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলত হাতে বেশ কিছুদিন সময় রয়েছে। এই অবস্থায় পুলিশের কি পদক্ষেপ করে সেদিকে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা নজর রাখছে।

ঝাড়খণ্ডে এক সংখ্যালঘু যুবকের মৃত্যুতে ১৬ জানুয়ারি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। উত্তেজিত জনতা পথ ও ট্রেন অবরোধ শুরু করে। চলে ভাঙচুর। ১৭ তারিখও একইভাবে উত্তপ্ত হয়ে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। জাতীয় সড়ক অবরোধ, ট্রেন অবরোধ, ভাঙচুর থেকে সাংবাদিকদের মারধর, দিনভর উত্তপ্ত ছিল এই এলাকা। কড়া হাতে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। ঘটনার পরেই একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত শুরু করে এনআইএ। যদিও এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। এনআইএ তদন্তে স্থগিতাদেশের আবেদন জানানো হয়।

(৫ পাতার পর)

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ নেতাদের প্লেনারি সেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য

এআই-কে পরিচালিত হতে হবে স্পষ্ট, মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে। তিনি উদাহরণস্বরূপ 'পেপার ক্লিপ প্রবলেম'-এর কথা বলেন, যেখানে যন্ত্রকে একটাই লক্ষ্য দেওয়া হয়, সেই লক্ষ্যপূরণে সে বিশ্বের সমস্ত সম্পদ খরচ করে ফেলে। তিনি বলেন যে, প্রযুক্তি শক্তিশালী হলেও তার দিক নির্দেশ করবে মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃত্রিম মেধার বিশ্বময় যাত্রায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এই দায়িত্ব স্বীকার করে ভারত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি জানান ভারতের এআই মিশনের অধীনে ইতিমধ্যেই ৩৮০০০ জিপিইউ পাওয়া যায় এবং আরও ২৪০০০ পাওয়া যাবে আগামী ৬ মাসের মধ্যে। শ্রী মোদী বলেছেন, ভারত তার স্টার্টআপগুলিকে অত্যন্ত কম খরচে বিশ্বমানের গণনা শক্তি প্রদান করছে। তিনি উল্লেখ করেন যে ভারত এআইকোশ (ন্যাশনাল ডেটাসেট প্ল্যাটফর্ম)-ও তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে ৭,৫০০-র বেশি ডেটা সেট এবং ২৭০টি এআই মডেল ভাগ করে নেওয়া হয়েছে জাতীয় সম্পদ হিসেবে।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন এআই-এর জন্য ভারতের দিশা এবং দর্শন স্পষ্ট- মানবতার কল্যাণে এআই একটি ভাগ করে নেওয়া সম্পদ। তিনি একটি এআই ভবিষ্যৎ নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দেন যা এগিয়ে নিয়ে যাবে উদ্ভাবনকে, শক্তিশালী করবে অন্তর্ভুক্তিকে এবং মানবিক মূল্যবোধকে সংহত করবে। শ্রী মোদী সব শেষে বলেন যে নতুন প্রযুক্তি এবং মানবিক আস্থা যদি একসঙ্গে এগোয় তখন এআই-এর প্রকৃত প্রভাব সারা বিশ্বজুড়ে দৃশ্যমান হবে।

সিনেমার খবর

চেনা ছকের বাইরে কারিনা কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দর্শকদের হাসি ও আনন্দ দিতে আবারও ফিরছে বলিউডের জনপ্রিয় কমেডি সিনেমা ‘গোলমাল’। এরই মধ্যে এই সিনেমার পঞ্চম কিস্তি নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন রোহিত শেট্টি। ‘গোলমাল ৫’ নিয়ে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা, আর সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন কারিনা কাপুর খান।

বলিউডের একাধিক গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নতুন এই কিস্তিতে আবারও দেখা যাবে কারিনাকে। ছবির জন্য ইতোমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। এর আগে ‘গোলমাল ৩’ সিনেমায় কারিনার অভিনয় দারুণ সাড়া ফেলেছিল।

যদিও ‘গোলমাল এগেন’ বা ‘গোলমাল ৪’-এ তাঁকে দেখা যায়নি। তবে তার জনপ্রিয়তা ও চরিত্রের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করেই এবার আবারও তাকে ফিরিয়ে আনছেন রোহিত শেট্টি। ফলে দীর্ঘদিন পর এই ছবির হাত ধরেই আরও একবার পর্দায় জুটি বাঁধছেন অজয় দেবগণ ও কারিনা কাপুর।

আগের সিনেমাগুলোর মতোই নতুন এই কিস্তির অন্যতম প্রধান চরিত্র ‘গোপাল’-এর ভূমিকায় থাকছেন অজয় দেবগণ। তার পাশাপাশি দেখা যাবে আরশাদ ওয়ারসি, তুষার কাপুর, শ্রেয়াস তালপাড়ে এবং কুণাল খেমুকে।

জানা যাচ্ছে, পঞ্চম কিস্তিতে ফিরতে পারেন শারমান যোশীও। ২০০৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ‘গোলমাল’ ছবিতে তাকে দেখা গিয়েছিল, যা দর্শকদের মনে আজও আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

সব মিলিয়ে ‘গোলমাল ৫’ যেন এক অর্থে পুরোনো টিমের রিইউনিয়ন। দর্শকরা আশা করছেন, আগের কিস্তিগুলোর মতোই এবারও ছবিতে জনি লিভার, অশ্বিনী কালেশকর, মুকেশ তিওয়ারিসহ অন্যান্য পরিচিত মুখদের উপস্থিতি থাকবে, যা এই কমেডি ঘরানার ছবিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে।

এদিকে আরও চমকপ্রদ খবর হলো– এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রথমবারের মতো যোগ দিতে চলেছেন অক্ষয় কুমার। জানা গেছে, তাকে দেখা যাবে একেবারেই ভিন্নধর্মী খল চরিত্রে, যা ‘গোলমাল’ সিরিজে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছেন অনেকে।

ভারতীয় গণমাধ্যমে নির্মাতা জানিয়েছেন সিনেমার সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ। শিগগিরই সিনেমাটির দৃশ্যধারণ শুরু হবে।

‘আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির শিকার’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজনৈতিক কমেডি সিনেমা ‘একটু সরে বসুন’-এর মাধ্যমে বেশ আলোচনায় আসেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী ইশা সাহা। এবার নতুন আরেকটি রাজনীতি ঘরানার সিনেমায় তিনি অভিনয় করতে যাচ্ছেন। ‘ফাঁদ’ শিরোনামের এই ছবিটি পরিচালনা করছেন পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা দুলাল দে। রাজনীতি মানেই স্লোগান, মিছিল কিংবা বক্তৃতা—এই প্রচলিত ধারণা ভেঙে ছবিটিতে ভিন্ন দৃষ্টিতে রাজনীতিকে তুলে ধরা হবে।

৮ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ফাঁদ’ এর কাস্ট ঘোষণা করা হয়। সেখানেই অন্যতম মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের অপেক্ষায় থাকা ইশা মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন ও টালিউডের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন।

বাংলা সিনেমায় রাজনৈতিক ছবি তুলনামূলকভাবে কম তৈরি হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার মনে হয়, বাংলার দর্শকমনে রাজনৈতিক ছবি খুব একটা গাঢ় ছাপ ফেলতে পারেনি। সে কারণেই হয়তো এই ধারার সিনেমা কম তৈরি হয়।’

মানুষের জীবনে সব স্তরেই রাজনীতির মুখোমুখি হতে হয় উল্লেখ করে আইনজীবী থেকে অভিনয়ে আসা ইশা সাহা বলেন, ‘দুটি পেশা আলাদা হলেও রাজনীতি সর্বত্রই বিদ্যমান। রাজনীতি কোথায় নেই? সংসারে, বন্ধুত্বে, কর্মজীবনে—সমাজের তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে একেবারে ওপর মহল পর্যন্ত রাজনীতি ছড়িয়ে আছে। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির শিকার। আমিও রাজনীতির শিকার হয়েছি।’

এছাড়া টালিউডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে তার ভাষ্য, ‘ভাই-বোনের মধ্যেও তো রাজনীতি থাকে। যারা বলেন তাদের সংসারে এসব নেই, তারা মিথ্যা বলেন। আইনজীবী থাকাকালীন এসব আমি নিজের চোখে দেখেছি। টালিউডও এর বাইরে নয়। দিন দিন বিষয়টি বাড়ছে, যা কষ্ট দেয়। কিন্তু সমাধান হচ্ছে না। তবে আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। আশা করি, টালিউডের সমস্যাগুলোও একদিন আলোচনার মাধ্যমেই মিটবে।’

রাজনৈতিক ঘরানার আসন্ন এ ছবিতে আরও অভিনয় করছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, ঋত্বিক চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী, সায়ন ঘোষ, সুহত্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

খুদে ভক্তের চিপস না খেয়ে সমালোচিত যীশু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনার মাঝে ফের শিরোনামে টলিউড অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। খুদে এক ভক্তের অনুরোধ না রাখায় সমালোচনার শিকার অভিনেতা। অবশ্য বিষয়টি নিয়ে অনেকে আবার তার পক্ষে ঢাল ধরেছেন।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস ও গায়ে জার্সি পরা অবস্থায় একটি মাঠে প্রবেশ করছিলেন যীশু। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক খুদে ভক্ত প্রথমে যীশুর সঙ্গে হাত মেলায় এবং পরে নিজের হাতে থাকা চিপসের প্যাকেটটি অভিনেতার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

ছেলেটি বারবার অনুরোধ করে একটি চিপস খাওয়ার জন্য বললেও যীশু তা গ্রহণ করেননি। ভিডিওতে ছেলেটিকে বলতে শোনা যায়, একটা খেলে কিছু হবে না। এ সময় যীশু শিশুটির কাঁধে হাত দিয়ে তাকে কিছু একটা বুঝিয়ে সেখান থেকে চলে যান।

এই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সমালোচনায় সরব হয়েছেন নেটিজেনদের একাংশ। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, এত হাবভাব করে থেকে হলো? আবার অনেকে লিখেছেন, সাধারণ মানুষের আবেগ তারা বোঝেন না।

তবে অনেক নেটিজেন আবার যীশুর পক্ষ নিয়ে বলেছেন, সেই মুহূর্তে অভিনেতার কিছু খাওয়ার ইচ্ছে না-ও থাকতে পারে এবং নিরাপত্তা বা স্বাস্থ্যগত কারণেও তিনি চিপসটি না খেতে পারেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও যীশু বর্তমানে বেশ আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন। স্ত্রী নীলাঞ্জনা শর্মার সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন জোরালো হয়েছে নীলাঞ্জনার সাম্প্রতিক এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের পর।

অস্ট্রেলিয়ার পর শ্রীলঙ্কাকে হারলো জিম্বাবুয়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানকে হারানোর পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও জয় পায় জিম্বাবুয়ে। আর আয়ারল্যান্ড ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলে সুপার এইটে জায়গা নিশ্চিত হয়ে যায় সিকান্দার রাজাদের। এবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে রোডেশীয়রা হলো গ্রুপ সেরা।

এ জয়ের মাধ্যমে ৪ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৭ পয়েন্ট নিয়ে নিজেদের টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে জিম্বাবুয়ে। সমান ম্যাচে ৬ পয়েন্ট অর্জন করেছে শ্রীলঙ্কা। তাদের অবস্থান দুই নম্বরে। তালিকার তিন নম্বরে আছে আয়ারল্যান্ড। তাদের সংগ্রহ ৩ পয়েন্ট। এদিকে চার এবং পাঁচ নম্বরে আছে অস্ট্রেলিয়া ও ওমান।

শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৮ রান

করে লঙ্কানরা। জবাবে ৩ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত হয় জিম্বাবুয়ের।

রান তাড়া করতে নেমে ৬৯ রানের ওপেনিং জুটি পায় জিম্বাবুয়ে। তাতেই জয়ের ভিত পেয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। ২৬ বলে ৩৪ রান করেন ওপেনার তাদিওয়ানসে মারুমানি। পরের উইকেটে নেমে মাত্র ১২ বলে ২৩ রান করেন রায়ান বার্ল।

এরপর ওপেনার রায়ান বার্লকে নিয়ে ৬৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ একটি জুটি গড়েন দলনেতা সিকান্দার রাজা। মূলত এই জুটিতেই জয়ের একদম কাছাকাছিতে পৌঁছে যায় জিম্বাবুয়ে। কিন্তু জয় নিয়ে ফিরতে পারেননি রাজা। মাত্র ২৬ বলে ৪৫ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস খেলে আউট হন তিনি। এরপর টনি মুনিয়োঙ্গাকে নিয়ে জয় নিশ্চিত করেন ব্রায়ান বেনেট। ৬৩ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। আর ৮ রানে অপরাজিত থাকেন মুনিয়োঙ্গা।

এর আগে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ম্যাচের শুরুতে ব্যাট করতে নামে শ্রীলঙ্কা। দুই ওপেনারের কল্যাণে ভালো সূচনা পায় তারা। ওপেনিং জুটিতে আসে ৫৪ রান। ১৪ বলে ২২ রানে আউট হন কুশল পেরেরা। পরের উইকেটে নেমে ২০ বলে ১৪ রান করেন কুশল মেন্ডিস। এদিকে ফিফটি পূরণের পর ৬২ রানে থামেন পাথুম নিশাঙ্কা।

মাত্র ২৫ বলে ৪৪ রান করেন পাভান রত্নায়েক। এছাড়া ৮ বলে ১৫ রান করেন দুনিথ ভেল্লালাগে। বাকি ব্যাটারদের কেউই দুই অঙ্কের ঘর স্পর্শ করতে পারেননি।

অপরাজিত থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করলো ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দাপট ধরে রাখল ভারত। ভারত বুধবার নেদারল্যান্ডসকে ১৭ রানে হারিয়ে গ্রুপ পর্বে টানা চার জয় নিশ্চিত করেছে। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে গত আসরের চ্যাম্পিয়নদের এটি টানা ১২তম জয়।

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম-এ টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভারে ১৯৩ রান তোলে ভারত। জবাবে ডাচরা থামে ১৭৬ রানে।

শুরুটা ভালো হয়নি ভারতের। অফ স্পিনার আরিয়ান দত্তকে মারতে গিয়ে বোল্ড হন আভিশেক শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের প্রথম তিন ম্যাচেই শূন্য রানে আউট হওয়ার তেতো অভিজ্ঞতার মুখে পড়েন র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর এই ব্যাটার।

ইশান কিষান ৭ বলে ১৮ রানের ঝড়ো শুরু করলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি। তিলক ভার্মা (২৭ বলে ৩১) ও সূর্যকুমার যাদব (২৮ বলে ৩৪) ত্রিশ ছুঁলেও বড় স্কোরে রূপ দিতে ব্যর্থ হন।

পাঁচ নম্বরে নেমে ৩১ বলে ৬৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন শিভাম দুবে। ছয়টি ছক্কা ও চারটি চারে সাজানো এই ঝড়ো ইনিংসেই ভারতের বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে ওঠে। পরে বল হাতে ৩৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কারও ওঠে তার হাতে। শেষ ওভারে টানা দুই বলে দুটি ক্যাচ হাতছাড়া হলেও পরের বলেই উইকেট নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান তিনি।

হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ৩৫ বলে ৭৬ রানের জুটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পান্ডিয়া করেন ২১ বলে ৩০ রান।

রান তাড়ায় নেদারল্যান্ডসের প্রথম চার ব্যাটসম্যানই ২০ ছুঁলেও কেউ ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। তিন নম্বরে বাস ডে লিডে ২৩ বলে ৩৩ রান করে দলের সর্বোচ্চ সংগ্রাহক।

রহস্য স্পিনার ভারুন চক্রবর্তী ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ডাচদের চাপে ফেলেন। নিজের প্রথম ওভারেই ফেরান ম্যাক্স ও'ডাউডকে। ইনিংসের ত্রয়োদশ ও নিজের তৃতীয় ওভারে টানা দুই বলে দুই উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ভারতের নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করেন তিনি।

শেষ ওভারে জয়ের জন্য ২৮ রান দরকার ছিল ডাচদের। তবে নিতে পারে মাত্র ১০ রান। চার ম্যাচে এক জয় ও তিন হারে আসর শেষ করল নেদারল্যান্ডস, আর নিখুঁত গ্রুপ পর্ব শেষ করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুপার পর্বে পা রাখল ভারত।

অশ্লীল ইঙ্গিত, জিতেও বিতর্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

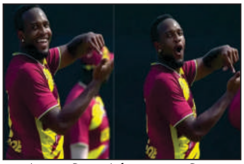

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'সি' গ্রুপের শেষ ম্যাচে আজ কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ইতালির মুখোমুখি হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টুর্নামেন্টে টানা তিন ম্যাচ জিতে আগেই সুপার আটে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলা ক্যারিবীয়দের কাছে এই ম্যাচটি কার্যত গুরুত্বহীন। তারপরও উইন্ডিজ দলে কোনও পরিবর্তন আনেনি, পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামে তারা।

এদিকে, প্রথমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ইতালি ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে। তারা নেপালকে হারিয়েছে এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও লড়াকু পারফরম্যান্স করেছে। তবে এই ম্যাচে রান তাড়া করতে নেমে তৈরি হয় উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত।

ইতালির ইনিংসের ৫.৫ ওভারে ম্যাথিউ ফোর্ডের বলে বড় শট খেলেন সৈয়দ নকভি। কিন্তু ব্যাটের কানায় লেগে বল সোজা আকাশে উঠে যায়। মিড-অফে শামার জোসেফ সহজ ক্যাচ নেন। উইকেট নেওয়ার পর নকভিকে উদ্দেশ্য করে ফোর্ড অশ্লীল ইঙ্গিত করেন। তাকে স্পষ্ট খারাপ ভাষায় গালাগাল করতেও দেখা যায়। এর ফলে মাঠে কিছুটা উত্তাপ ছড়ায়।

আর মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। যা দেখে নেটিজেনরা বিভিন্ন রকমের নেতিবাচক মন্তব্য করছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR